গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা
www.shed.gov.bd

দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ২৬ মে ২০২২

সময় : বেলা ১২.০০ মিনিট।

সভার স্থান : সভাপতি মহোদয়ের অফিস কক্ষ।

উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

২.০ সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করতে বলেন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত সুপারিশসমূহের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত সুপারিশসমূহের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এ বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ নূর-ই-আলমকে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ নূর-ই-আলম দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

৩.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	**প্রশ্নপত্র ফাঁস-** এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: ১। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে মেধাবী, সৎ এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক বাছাই করে নিয়োগের ব্যবস্থা করা; ২। প্রতিটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে ইংরেজি অনুবাদের জন্য একজন অনুবাদক নিয়োগ দেয়া; ৩। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণে যারা থাকবেন তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে যাতে উল্লেখ থাকবে যে, তাদের সন্তান কিংবা পোষ্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন না অর্থাৎ স্বার্থের দ্বন্দ্ব না থাকে। এই অঙ্গীকারনামা যাচাইপূর্বক তাদেরকে মনোনয়ন দেয়া; ৪। এছাড়া প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত মডারেটরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর নজরদারিতে রাখা; ৫। প্রশ্নপত্র বিশেষ লক সংবলিত বক্সের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিটি ট্রেজারিতে প্রশ্নপত্র পাঠাতে হবে। ডাবল লক সংবলিত এই তালা জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে খোলা হবে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রশ্নপত্র উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো; ৬। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় সর্বোচ্চ দুইটির বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা সমীচীন হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ উপজেলা শহরেই থাকা বাঞ্ছনীয়;	১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে করণীয় বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করবে; ২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যে সকল উপজেলায় ০২ (দুই) এর অধিক পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে তাদের তালিকা যৌক্তিকতাসহ এ বিভাগে প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	৭। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে যে সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইনে মামলা করাসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা (যেহেতু অবৈধ অর্থের লেনদেন হয়) অথবা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এ সকল অপরাধে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকলে দুদক এ সকল মামলা অপারধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে দুদক আইনে মামলা করা; ৮। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজ Online Service এর আওতায় আনা। আলোচ্য বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, ২, ৩, ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের সুপারিশসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে কোন কোন উপজেলায় যৌক্তিক কারণেই ০২ (দুই)টির বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে Online Service এর আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।		
২	**কোচিং এবং নোট গাইড বাণিজ্য-** এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: ১। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিতকল্পে মহানগর, জেলা উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা মনিটরিং কমিটি গঠন করা; ২। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলির নীতিমালা অনুসারে বদলি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কোনো অবস্থাতেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সংযুক্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক কোন পদে বা ঢাকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা উচিত নয়; ৩। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ স্ব-স্ব বিষয়ের বাইরে কোনো ক্লাস যাতে নিতে না পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ে অন্য ডিসিপ্লিনের শিক্ষকগণ ক্লাস নিতে আগ্রহী থাকেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকগণ অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ইংরেজি ও গণিত ডিসিপ্লিনের বাইরের শিক্ষকদের এ সকল ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। এ ব্যবস্থা অবসান হওয়া দরকার। গ্রামীণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতা বিশেষ করে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকের স্বল্পতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; ৪। প্রশ্নপত্র আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন: যেমন পরীক্ষায় বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ বাদ দেয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে বর্ণনামূলক, সৃজনশীল এবং বিশ্লেষণধর্মী; ৫। সরকার প্রণীত কোচিং নীতিমালার বাইরে যে সকল শিক্ষক কোচিং করাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; ৬। কোচিং সেন্টার বন্ধ করা প্রয়োজন। এ সকল কোচিং সেন্টারের মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যারা অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন তাদের বিষয়গুলো দুদক খতিয়ে দেখবে; ৭। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সকল নোট-গাইড প্রকাশনা সংস্থায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন; ৮। শিক্ষক, অভিভাবক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করা যেতে পারে। আলোচ্য বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের আলোচনায় প্রতিভাত হয়ে যে, নোট বই/গাইড বই বন্ধে প্রশাসন কর্তৃক একসময় অভিযান জোরদার করায় নোট বই/গাইড বই বাণিজ্য কিছুটা স্তিমিত হয়। পরবর্তীতে প্রকাশকগণ নোট বই/গাইড বই নাম না দিয়ে "সহায়িকা" শিরোনামে নোট বই প্রকাশ করে যাচ্ছে। বর্তমান বাজারে প্রচুর সহায়িকা বই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু "The Note books (Prohibition) Act, 1980" অনুযায়ী এ সকল সহায়িকা গ্রন্থের প্রকাশনার বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।	১. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে; ২. ২০১৬ সালে প্রণীত কোচিং সংক্রান্ত নীতিমালাটি কার্যকর করতে হবে; ৩. সরকার প্রণীত কোচিং নীতিমালার বাইরে যে সকল শিক্ষক কোচিং করাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
		৪. দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ৭ নং সুপারিশের আলোকে "The Note books (Prohibition) Act, 1980" অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে নোট/গাইড/সহায়িকা বন্ধে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট জোরদারকরণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দেয়া হবে।	১. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১)

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.	**বেসরকারি অর্থাৎ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: ১। জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অধিযাচন অনুসারে প্রচলিত সকল নিয়মাবলি অনুসরণ করে প্রতি বছর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির আদলে কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। ২। বর্তমানে এমপিওভুক্তি বিকেন্দ্রীকরণের কারণে দুর্নীতি কিছুটা কমলেও জাল সার্টিফিকেট, জাল রেজুলেশন, এমনকি প্রযুক্তি জালিয়াতির একাধিক ঘটনা দুদক তদন্ত করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ সকল কাজে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু বিকেন্দ্রীকরণ নয় নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৩। দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের। দুর্নীতি দমন কমিশন এই অধিদপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ঘুষের টাকাসহ গ্রেফতার করেছে। অনেকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে। মূলত এই প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির পঙ্কিলে নিমজ্জিত। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রনালয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের নীতিমালা অনুসারে কর্মকর্তারা একটানা তিন বছরের বেশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় থাকতে পারবেন না। এ সকল দপ্তরে কীভাবে কতিপয় কর্মকর্তা বছরের পর বছর রয়েছেন বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। ৪। নতুন স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ প্রয়োজন। ৫। শিক্ষকদের পেনশন প্রাপ্তিতে দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে তাদের আবেদনের সাথে সাথেই তাদেরকে পেনশন প্রাপ্তির দিনক্ষণ জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। কোনো অবস্থাতেই সিরিয়াল ভঙ্গ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ৪ নং সুপারিশ সংক্রান্ত আলোচনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের APA ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, "বেসরকারি উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ এবং কলেজ স্থাপন চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধন)-২০২২ প্রণয়ন" এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের APA'তে উক্ত নীতিমালা সংশোধনের কার্যক্রম রাখা হয়েছে যা ৩১.১২.২০২২ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।	১. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর গত ১০ বছরে কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে এবং উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহের আলোকে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)।
		২. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়নের ক্ষেত্রে "সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি/পদায়ন নীতিমালা-২০২০ অনুসরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (কলেজ)।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.	**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-** এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: ১। এনসিটিবি'র সকল টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। টেন্ডার প্রক্রিয়া দুর্নীতির একটি বড় উৎস। কোনো কর্মকর্তা যদি নামে বা বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্র অংশগ্রহণ করেন তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ন্ত্রণে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিতে হবে। যে কোনো পর্যায়ে গাফিলতি এবং এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ বা রাষ্ট্রের অর্থের ক্ষতিসাধন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে দুদক-কে জানাতে হবে। দুদক দ্রুততম সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে। ২। লেখক কমিটি, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ও টেকনিক্যাল কমিটিতে মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। ৩। শিক্ষাক্রম ও পান্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। ৪। বইয়ের পান্ডুলিপি যখন এনসিটিবি প্রেসে পাঠানো হয়, ঠিক একই সময়ে এনসিটিবি'র অসাধু কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তা পোছে যায় নোট-গাইড প্রকাশকদের কাজে। ফলে ১ জানুয়ারি কোমলমতি শিশুরা যখন নতুন পাঠ্য বই বিনামূল্যে পাচ্ছে-ঠিক তখনই অধিকমূল্যে কিনে নিচ্ছে এই সকল নিম্নমানের নোট-গাইড। এ বিষয়ে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয় কঠোর মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ জাতীয় অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ দুদকের গোচরীভূত করা হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ৫। পাঠ্যপুস্তকে তথ্য চরমভাবে সংকুচিত করা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন শ্রেণির গণিত বইয়ে উদাহরণমালার অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান নেই। সাধারণত শিক্ষার্থীরা উদাহরণমালা অনুসরণ করেই অনুশীলনীর সমস্যার সমাধান করে থাকে। কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই শিক্ষকের সর্বোচ্চ সাহায্য/কোচিং/নোট-গাইড ছাড়া বর্তমান পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে পাঠ অনুধাবন সম্ভব নয়। পাঠ্য বই পাঠ করে তা অনুধাবনের পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় শিক্ষার্থীর কোচিং এবং নোট-গাইডের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই এ প্রেক্ষাপটে সকল পাঠ্য বইয়ে সমাধানসহ নমুনা প্রশ্ন সংযোজন করা প্রয়োজন। এছাড়া গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যান অর্থনীতি এ জাতীয় পাঠ্য বইয়ে পর্যাপ্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধানসহ বই প্রকাশ করা যেতে পারে।	এনসিটিবি দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশের আলোকে কারিক্যুলাম সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	চেয়ারম্যান, এনসিটিবি
৫.	**শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-** এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ: ১। ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। ২। নির্মাণ কাজ মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নাগরিক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ৩। যে সকল কর্মকর্তা নামে-বেনামে ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের তালিকা তৈরি করে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যেতে পারে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব দূর করার জন্যে এবং জাতীয় শুদ্ধাচারের কৌশল হিসেবে কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে ঠিকাদারি ব্যবসায় জড়িত আছে কি-না আর সুস্পষ্ট অঙ্গীকারনামা নেওয়া যেতে পারে।	দুর্নীতি দমন কমিশনের সুপারিশের আলোকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	৪। নির্মাণ কাজে মন্ত্রণালয় মনিটরিং টুলস যেন-পরিদর্শন, অডিটিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া এ সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় দুদকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে। কাজ চলমান অবস্থায় নির্মাণ কাজ মনিটরিং করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ৫। মেরামত কাজের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো মেরামত বা সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র ছাড়া বিল পরিশোধ করা যাবে না মর্মে সার্কুলার জারি করা যেতে পারে। ৬। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীন মনিটরিং যেমন পরিদর্শন, অডিটিং ও রিপোর্টিং কার্যকর করা যেতে পারে। ৭। মনিটরিংয়ের নামে কোনো প্রকার হয়রানি কিংবা উপঢৌকন গ্রহণের সংস্কৃতি কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা তার ইউনিট মনিটরিং কাযক্রম সমন্বয় করতে পারেন।		
৬.	**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার বিকাশে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রণীত কতিপয় সুপারিশ:** ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্য সম্পাদন নিষ্পত্তিকরণ। ২। সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসারে অর্পিত ক্ষমতানুসারে নথি নিষ্পত্তি না করে এবং অনাহুতভাবে নথি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে বিষয় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটানো হয়। এভাবে বিষয় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটিয়ে দুর্নীতির পথ সৃষ্টি করা হয়। এসকল কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধান/গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-০১ পযন্ত পদসমূহ ছাড়া অন্যান্য পদের বদলি ও পদায়ন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/বিভাগীয় কার্যালয়ের ওপর অর্পণ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে মন্ত্রনালয় বদলি ও পদায়ন নীতিমালা আলোকে এসকল কাযক্রম মনিটরিং করতে পারে। ৪। বিভিন্ন প্রকল্পের গাড়ি অবৈধভাবে ব্যবহার বন্ধে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিতে পারে এবং এক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের সহযোগিতা নিতে পারে। ৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন ক্রয়, গাড়ি ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমন, প্রশিক্ষনের নামে অর্থ ব্যয়ে অনিয়মের যে সকল অভিযোগ রয়েছে তা দূরীকরণের উদ্যোগ প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অথবা তাঁর ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন মনিটরিং টুলস যেমন-পরিদর্শন, অডিটিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি প্রয়োগ করে এ সকল ক্ষেত্রে এ জাতীয় অনিময় দূর করতে পারে। ৬। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রসারিত করবে এটিই মানুষের প্রত্যাশা। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ আসছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুসারে সনদপত্রের শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কাযক্রম বন্ধ করা যেতে পারে।	প্রতিটি দপ্তরে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। অভিযোগ বাক্সটি তালাবন্ধ থাকবে এবং চাবি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থাকবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান নিজ হাতে অভিযোগ বাক্স খুলবেন এবং অভিযোগের তালিকা প্রস্তুত করবেন। দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় অভিযোগসমূহ উপস্থাপন করতে হবে। উক্ত সভায় অভিযোগসমূহের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

৪. সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বা:/-
মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০১.২১-১৩৬

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৯ / ৩০ জুন ২০২২

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. চেয়ারম্যান, এন.টি.আর.সি.এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৪ ও ৫), ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ঢাকা।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট,ধানমন্ডি, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), নিউমার্কেট, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন.সি.টি.বি.), ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৯. ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ই.ই.ডি.), শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১২. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, (ডি.আই.এ.), শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১৩. সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ.জি.সি.), ঢাকা।
১৪. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)।
১৫. সচিব, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ঢাকা।
১৬. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, ঢাকা।
১৭. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, (আইসিটি অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
১৯. সিনিয়র সহকারী সচিব (শুদ্ধাচার শাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২০. সচিব এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

৩০/৬/2022
মোঃ নূর-ই-আলম
উপসচিব (অ.দা.)
☎ ৯২১২২০৫
apa@moedu.gov.bd